

বিসিএস মৌখিক পরীক্ষা প্রসঙ্গে

প্রদীপ দেব

Pradipdeb2006@gmail.com

বাংলাদেশে অবশেষে বহুল সমালোচিত ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার ফল বাতিল করে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল পরীক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আবার নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পরীক্ষাটির বিষয়ে এর চেয়ে গ্রহণযোগ্য আর কোন বিকল্প ছিলো না। আশা করি নতুন ভাবে গ্রহণ করা মৌখিক পরীক্ষা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এটা হলো আশার কথা। কিন্তু বাস্তবে হবে কি? বাংলাদেশে গ্রহীত সব ধরনের মৌখিক পরীক্ষাতেই পক্ষপাতিত্ব করা হয় বলে শোনা যায়। বিশেষ করে যারা অকৃতকার্য হন তারা বিশ্বাস করেন যে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর এরকম আস্থাহীনতার কারণ কী? কারণ একাধিক। প্রধান কারণ হলো – মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ছাড়া আর কোন কিছুর রেকর্ড থাকে না। কেমন প্রশ্ন করা হলো, কোন্ প্রশ্নের উত্তরে পরীক্ষার্থী কী উত্তর দিলেন – কোন কিছুর কোন রেকর্ড থাকেনা। ফলে পরীক্ষার্থী দাবী করতেই পারেন যে তাকে অপ্রাসংগিক প্রশ্ন করে নাজেহাল করা হয়েছে, বা পরীক্ষক হচ্ছে করে তাকে ফেল করিয়েছেন। কিন্তু তা প্রমাণ করার কোন উপায় বর্তমান ব্যবস্থায় নেই। আবার অন্যদিকে পরীক্ষক পক্ষপাতিত্ব করে শতকরা একশতাংশ নম্বর পাওয়ার যোগ্য পরীক্ষার্থীকেও শতকরা দশ নম্বর দিয়ে বলতে পারেন যে পরীক্ষার্থী কোন প্রশ্নের উত্তরই সঠিকভাবে দিতে পারেননি। যেহেতু কোন ধরনের রেকর্ড থাকেনা এবং পরীক্ষকের ক্ষমতা পরীক্ষার্থীর চেয়ে বেশি – সেহেতু পরীক্ষার্থীর মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা। এ সমস্যার সমাধান করা যায় খুব সহজেই। IELTS, TSE ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পরীক্ষার স্পোকেন অংশটুকু টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করার ব্যবস্থা থাকে। ফলে পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর পারস্পরিক আস্থাহীনতার সুযোগ কমে যায়। বিসিএস পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় রেকর্ডিং সিস্টেম চালু করলে পরীক্ষাপদ্ধতির স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে নিঃসন্দেহে। অথচ এ পদ্ধতি প্রবর্তনে খরচ বাড়বে অতি সামান্য। সরকারি কর্মকমিশন এ ব্যাপারটি ভেবে দেখলে ভালোই হতো।

১ জুন ২০০৭

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।